মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স)
NEWSLETTER, 2026
কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট

মট্স নিউজলেটার

মার্চ-আগস্ট ২০২৬ সংখ্যা

কারিগরি শিক্ষা * উদ্ভাবন * সেবা

পরিচালক -এর বাণী



সুধী, শুভেচ্ছা জানবেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে মট্স (MAWTS) দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন পারিবারিক শিক্ষা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং যুগোপযোগী কারিগরি দক্ষতার এক অপূর্ব সমন্বয়। মট্স-এর এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা নিম্নে তুলে ধরছি:

একজন সুনাগরিক গড়ার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হলো তার পরিবার। অভিভাবক হিসেবে সন্তানদেরকে যে সঠিক গঠন দেয়া দরকার, তার ভিত্তি তৈরি হয় পরিবার থেকেই। শিশুদেরকে কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং তার সামনে পরিবারের যারা সদস্য আছে, তাদেরকে একটি ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করতে হবে। কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, কখন ঘুমাতে যেতে হবে, নিজের কাজ নিজে করা এবং অন্যকে সম্মান করা-এই পারিবারিক মূল্যবোধগুলো পরিবার থেকেই শেখাতে হবে।

বর্তমান সময়ে মোবাইল আসক্তি ও মাদকের মতো বিষয়গুলো থেকে সন্তানদের দূরে রাখতে হলে তাদেরকে শুধু শাসন করলে চলবে না, বরং এর বিকল্প দিতে হবে। সন্তানকে বই পড়া, ছবি আঁকা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বা খেলাধুলার মতো সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সন্তানদের 'না' বলতে শেখাতে হবে। যেহেতু এটি প্রযুক্তির যুগ, তাই টেকনোলজির গুরুত্ব অনুধাবন করে কীভাবে প্রযুক্তিগতভাবে আপডেটেড থাকা যায় এবং এর ভালো কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

সদ্য স্বাধীন দেশকে গঠন করতে গেলে অবশ্যই কারিগরি শিক্ষাটাকেও প্রায়োরিটা দেয়া দরকার–এই উপলব্ধি থেকেই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মট্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মট্স বর্তমানে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের ৪ বছর মেয়াদি 'ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং' শিক্ষাক্রম এবং ৩ বছর মেয়াদি 'লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্স' বা LTMC। মট্স-এ পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ পর্যায় থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষেত্রেই বিনামূল্যে বা বিশেষ ছাড়ে আবাসিক সুবিধাসহ পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

বর্তমানে আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ডিপ্লোমা বা এলটিএমসি-তে অধ্যয়নরত অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের পরীক্ষার ফলাফলে। কারিগরি শিক্ষায় শুধু ব্যবহারিক জ্ঞানই নয়, তাত্ত্বিক বা থিওরিটিক্যাল জ্ঞানেও সমান পারদর্শী হতে হয়। আমি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানাবো–তোমরা সময়ানুবর্তী হও এবং নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের ঘাটতিগুলো পূরণ করো। মনে রাখবে, ভালো ফলাফল ও গভীর জ্ঞান ছাড়া বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এবং ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। তোমাদের এই মূল্যবান সময় যেন অবহেলায় নষ্ট না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতে হবে।

ভবিষ্যৎ ও জনশক্তি উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে কর্মমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যুবসমাজকে এমনভাবে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা শুধু নিজের নয়, অন্যের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে পারে। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের যুবকদের জন্য অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছি। বিশ্বজুড়ে এখন প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং জাপান, ভিয়েতনাম, চায়নার মতো দেশগুলোতে কেয়ারগিভিং, পর্যটনসহ বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ জনশক্তির প্রচুর চাহিদা তৈরি হচ্ছে। আমাদের যুবসমাজ যদি কারিগরি দক্ষতায় বলীয়ান হয়, ইংরেজিতে পারদর্শী হয় এবং নম্র-ভদ্র আচরণের মাধ্যমে অপরের মন জয় করতে পারে, তবে তারা বিদেশে দেশের মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স বয়ে আনবে।

পরিশেষে বলতে চাই, একটি দক্ষ প্রজন্ম ও সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের একার নয়; এটি একটি সম্মিলিত প্রয়াস। মট্স-এর সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি আমার আহ্বান–আপনারা শিক্ষার্থীদের কেবল কারিগরি জ্ঞানই দেবেন না, বরং তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। প্যারেন্টস বা অভিভাবকদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ-আপনারা সন্তানদের কোয়ালিটি সময় দিন, তাদের পড়াশোনা ও মানসিক স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখুন এবং তাদের ভালো কাজে উৎসাহিত করুন। আর রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা-কারিগরি শিক্ষাকে আরও আধুনিক ও সহজলভ্য করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা হোক এবং দক্ষ জনশক্তির জন্য দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা হোক। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ একদিন সত্যিকারের স্মার্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে।

জেমস্ গোমেজ
পরিচালক ও অধ্যক্ষ
মট্স
মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স)

দিবস উদ্‌যাপন। ০৮ মার্চ ২০২৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিগত ৮ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সকাল ০৮:৩০ মিনিটে মট্স প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায় বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার।"

আয়োজিত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। সেসাথে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মিজ্ মৃত্তিকা আদিত্য, মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা এবং মট্স এর জেন্ডার ফোকাল মিজ্ মেরিলিন লিপি বাড়ৈ। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সার্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে সভার সূচনা হয় এবং প্রথমেই সভায় জেন্ডার ফোকাল মিজ্ মেরিলিন লিপি বাড়ৈ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বর্তমান পরিস্থিতি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক তার বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নারীর উন্নয়নে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহভাগিতার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা, সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুর রব খান এবং প্রশিক্ষক মিজ্ সানজিদা শারমিন। উল্লেখিত বক্তাদের বক্তব্যেও নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়।

আয়োজনের শেষ পর্যায়ে উক্ত সভার সভাপতি মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ সমাপনী বক্তব্য রাখেন। মট্স পরিচালক তার বক্তব্যে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নে পুরুষদের দায়িত্ব ও ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তার বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমঝোতা স্মারক ও ওরিয়েন্টেশন । ০১ ও ১০ মার্চ ২০২৬

মট্স এর সাথে হিলিং হার্টের চুক্তি স্থাপন এবং ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম



মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং কাউন্সেলিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাজ করে আসছে হিলিং হার্ট। এই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে মট্স এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়।

১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্স এবং হিলিং হার্টের মধ্যে এই MoU স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় হিলিং হার্ট থেকে Basic & Advanced Counselling Skills, CBT for Adults এবং CBT for Children এর মতো প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের জন্য ইন্টার্নশিপের

সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ জন ইন্টার্নকে এই কার্যক্রমের আওতায় নেওয়া হয়েছিল। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা কাউন্সেলিং ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১০ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্‌স এ মানসিক স্বাস্থ্য ও কাউন্সেলিং বিষয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য, কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান করা হয়। হিলিং হার্টের ৫ জন ইন্টার্ন সম্মিলিতভাবে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মট্‌স এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার আওতাভুক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষ করে তোলাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।

কারিতাস দিবস। ১৫ মার্চ ২০২৬

কারিতাস দিবস উদ্‌যাপন ও লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড বিতরণ



১৫ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্‌স), সিএইচএনএফপি, কোর দি জুট ওয়ার্কস এবং মাদার তেরেজা ক্যাথলিক স্কুলের সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে মট্‌স প্রাঙ্গণে কারিতাস দিবস উদ্‌যাপন ও লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং কর্মীদের দীর্ঘদিনের কর্মজীবনকে সম্মানীত করতে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এবারের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূল সুর ছিল- "প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস; আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান।"

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ে আলোচনা ও সহভাগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রমের উপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মট্‌স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, সহকারী বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ তার বক্তব্যে অন্যকে ভালোবাসা এবং নিজ নিজ দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের আহ্বান জানান। ইসলাম ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ে সহভাগিতা করেন ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি মানবতার অনুশীলন ও ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। সনাতন ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ে সহভাগিতা করেন স্বামী সন্ন্যাসী দেবধ্যানানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা। তিনি মানুষের কর্মের মাধ্যমে ত্যাগ ও সেবার অনুশীলন এবং এর মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। বৌদ্ধধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ে সহভাগিতা করেন অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু, প্রাচ্য ভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি সকলকে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান। খ্রিস্টধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন ফাদার পল গমেজ, রেক্টর, বনানী মেজর সেমিনারি (বর্তমানে বিশপ, জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশ)। পবিত্র বাইবেলের আলোকে তিনি অন্যকে বন্ধুর মতো ভালোবাসা এবং নিজ নিজ কর্মের মাধ্যমে নিজেদের মূল্য ও দায়িত্বকে তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করেন।



দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড বিতরণ। ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর বিভিন্ন মেয়াদে সেবা প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বমোট ২৭ জন কর্মী এ পুরস্কার লাভ করেন। কারিতাসে প্রতিবছর কর্মীদের দীর্ঘদিনের সেবাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই প্রথা কর্মীদের কর্মস্পৃহা ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মি. সৌরভ রোজারিও সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ত্যাগ ও সেবার চেতনায় কর্মজীবনে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ ধাপে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এবং ফাদার পল গমেজ। উক্ত খ্রিস্টযাগে মটস এর আবাসিক শিক্ষর্থীরাও অংশগ্রহণ করে।

আলোচনা সভা। ০১ এপ্রিল ২০২৬

ত্যাগ ও সেবা ২০২৬ এর মূলসুর বিষয়ক আলোচনা সভা



“প্রার্থনা, শ্রবণ ও উপবাস - আত্মরূপান্তরের পবিত্র আহ্বান” এই মূলসুরকে সামনে রেখে ১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্স এর আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ভবনের হলরুমে ‘ত্যাগ ও সেবা অভিযান-২০২৬’ উপলক্ষে সহভাগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ সহ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ, ব্যবস্থাপক, উপ ব্যবস্থাপক ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সার্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে উক্ত আলোচনা সভার সূচনা করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক মি. সুপ্রিয় হালদার ‘ত্যাগ ও সেবা’ প্রকল্পের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম ও শিক্ষামূলক গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে পরিচালিত এ অভিযানের কার্যক্রম ও সেবার পরিধি তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে 'ত্যাগ ও সেবা অভিযান' কমিটির আহ্বায়ক মোঃ শরীফুল ইসলাম চলমান অভিযানের কার্যবিধি, অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মিজ্ মৃত্তিকা আদিত্য ত্যাগ, শ্রবণ ও দানের গুরুত্ব নিয়ে সহভাগিতা করেন। সমাপনী বক্তব্যে মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ সকলকে এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।



পরিবেশ ও সামাজিক উদ্যোগ

বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কর্মসূচিতে মট্স পরিচালকের অংশগ্রহণ

সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ময়ূরপঙ্খী শিশু কিশোর সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও ময়ূরপঙ্খী ইয়ুথ ও স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও সবুজায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত কর্মসূচিতে মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ অংশগ্রহণ করেন। সেসাথে উক্ত অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার আব্দুর রাজ্জাক, ক্রিকেটার সালমা খাতুন, অভিনেতা আজিজুল

হাকিম, নাট্যকার জিনাত হাকিমসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন এবং সবুজায়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মট্স পরিচালকের অংশগ্রহণ এ কর্মসূচির পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রতি প্রতিষ্ঠানের সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব ও পরিচালনা করেন ময়ূরপঙ্খীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রুহিত সুমন।

সেমিনার। ২১ এপ্রিল ২০২৬

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের নিয়ে জিরো অলিম্পিয়াড বিষয়ক সেমিনার



২১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্স প্রাঙ্গণে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'জিরো অলিম্পিয়াড' বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারটি মোট চারটি সেশনে পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি সেশনে বিভাগ অনুযায়ী আলাদা আলাদা শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করে। সেমিনারটিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাতিহা আয়াত একাডেমির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যারিস্টার আফতাব আহমেদ, অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পলিটেকনিক নোটিশ এর প্রতিষ্ঠাতা মি. আসাদুজ্জামান নাহিদ এবং উপস্থিত ছিলেন ফাতিহা আয়াত একাডেমির পরিচালক মিজ্ তাবাসসুম হোসেন সুরাইয়া। এছাড়াও সেমিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যক্ষ মি. জেমস্ গোমেজ। প্রতিটি সেশনে মি. আসাদুজ্জামান নাহিদ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করেন। সেমিনারের প্রধান বক্তা ব্যারিস্টার আফতাব আহমেদ শিক্ষার্থীদের মাঝে জিরো অলিম্পিয়াড বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। সেই সাথে জিরো অলিম্পিয়াড এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি ও এতে অংশগ্রহনের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, জিরো অলিম্পিয়াড এমন একটি কার্যক্রম যা বাংলাদেশের তরুন প্রজন্মের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করবে। জাতিসংঘের ঘোষিত ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), যা ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের সহায়ক একটি কার্যক্রম এই জিরো অলিম্পিয়াড। এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। যা তাদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

শুভেচ্ছা বিনিময়। ২০ মে ২০২৬

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান



পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষা বহন করে। এই পবিত্র উৎসবের তাৎপর্যকে ধারণ করে ২০ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্স পরিবারের কর্মীবৃন্দের অংশগ্রহণে আনন্দঘন ও আন্তরিক পরিবেশে ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সার্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। এরপরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. আল হেলাল আবু বকর

সিদ্দিক। তিনি উপস্থিত সকলকে ঈদ মোবারক ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈদ-উল-আযহার তাৎপর্য, ত্যাগের শিক্ষা এবং পারস্পারিক সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন ও ঈদের আনন্দ, সৌহাদ্য ও শিক্ষা নিয়ে সহভাগিতা করেন এবং নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সমাপনী বক্তব্যে মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সবার সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

পরিদর্শন। ২৪ মে ২০১৬

UNICEF বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের মট্স পরিদর্শন



গত ২৪ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে UNICEF বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল মট্স পরিদর্শন করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন Peter Maes, Chief of WASH Section, UNICEF Bangladesh। তার সাথে পরিদর্শনে আসেন সৈয়দ আদনান ইবনে হাকিম, দীপক চন্দ্র রায় এবং মিজ্ সালেহা। মট্স এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ, উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, মার্কেটিং ফোকাল সাগীর হামযা এবং বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

পরিদর্শনকালে মট্স কর্তৃক উদ্ভাবিত ও নির্মিত Feacal Sludge Management (FSM) সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়। আলোচনায় UNICEF প্রতিনিধি দল Waste Burner, Glass Crusher এর প্রোটোটাইপ উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় প্রতিনিধি দল মট্স এর ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করে বিভিন্ন উৎপাদন কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো ও কারিগরি সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হন। তারা মট্স এর প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উৎপাদন সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সৌহাদ্যপূর্ণ এ পরিদর্শনের মাধ্যমে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে UNICEF মট্স এর মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক। ০৬ জুলাই ২০২৬

মট্স ও Recycle Jar এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জলবায়ুর জন্য সমন্বিত ও টেকসই সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মট্স এবং Recycle Jar এর মধ্যে গত ৬ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। Recycle Jar বাংলাদেশের একটি কার্বন প্রকল্প উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, যা কার্বন ক্রেডিটের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তরের কাজ করে। সেসাথে প্রকৃতি পুনরুদ্ধার, বাস্তুতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে।

এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মট্স ও Recycle Jar এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন, বৃত্তাকার অর্থনীতি, জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রম, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতার একটি কাঠামো তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রদায়ের জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমঝোতার আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশসহ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

এ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধান ও জলবায়ু কার্যক্রমের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে; যা সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমঝোতা স্মারক। ২৬ জুলাই ২০২৬

মট্স এবং WaterAid Bangladesh এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর



নিরাপদ ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন, Feacal Sludge Management (FSM) প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে গত ২৬ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মট্স এবং WaterAid Bangladesh এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। WaterAid Bangladesh থেকে আগত প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ্ হাসিন জাহান। অপরদিকে মট্স এর প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। সেই সাথে মট্স এর ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তিন বছর মেয়াদি এই অংশীদারিত্বের আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠান প্রেক্ষাপট উপযোগী FSM প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসার, মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম, স্যানিটেশন পেশাজীবী ও উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং VACUTUG এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করতে নীতিগত সংলাপ ও জ্ঞান বিনিময়েও সহায়তা করা হবে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উদ্ভাবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের স্যানিটেশন খাতের উন্নয়নে টেকসই সমাধান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে: যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ। ০২ আগস্ট ২০২৬

মট্স এ USPT এর উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ শুরু

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মট্স এ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (USPT) এর 'শিক্ষাবান্ধব সহায়তা প্রকল্প' এর আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনটি ট্রেডে মোট ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়। ২ মাস মেয়াদি এই প্রশিক্ষণে ১৫ জন মোটর ড্রাইভিং ও অটোমেটিক, ৩০ জন টেইলারিং ও ড্রেসমেকিং এবং ২৫ জন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে USPT এর নির্বাহী পরিচালক মি. যাকোব বাড়ৈ, BANGLKIDS এর প্রতিনিধি Mr. Mathias Geisenfelder, Ms. Ingrid Geisenvelder, USPT বোর্ড অব ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন মিজ্ নিশাত জাহান রানা, নির্বাহী সদস্য মি. মোশি মন্ডলসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মট্স পরিচালক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ, উপ-ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মট্স পরিচালকের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়।

কৌশলগত অংশীদারিত্ব। ১২ আগস্ট ২০২৬

ITN-BUET ও মট্স এর মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর

১২ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) International Training Network Centre (ITN-BUET) ও মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং স্কুল (মট্স) এর মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি (SPA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এ চুক্তির মাধ্যমে স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান বিনিময়ে দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে। চুক্তির আওতায় যৌথ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, স্থানীয় পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার উপযোগী প্রযুক্তি অভিযোজন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি যৌথ প্রশিক্ষণ, কারিগরি কর্মশালা, সেমিনার, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ মডিউল, কারিগরি নির্দেশিকা ও অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ITN-BUET এর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পরিচালক অধ্যাপক ড. রওশন মমতাজ। মট্স এর পক্ষে চুক্তিতে নেতৃত্ব দেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে ITN-BUET প্রতিনিধি দল মট্স এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণা ও কারিগরি জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রয়োগে রূপান্তর এবং বাংলাদেশে টেকসই স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।